দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... JUL 2012 ...
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৮

শতভাগ শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করতে ডিসিদের সহযোগিতা চাইলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী

□ স্টাফ রিপোর্টার

দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষরতামুক্ত করতে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শতভাগ শিশুকে ২০১৩ সালের মধ্যে বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করাসহ সাক্ষরতা ও বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকদের কাছে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পৃঃ ১৫ কঃ ৮

শতভাগ শিশুকে বিদ্যালয়ে

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

চেয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী আফসারুল আমীন।

গতকাল মঙ্গলবার জেলা প্রশাসক সম্মেলনে মন্ত্রণালয়ের কার্য অধিবেশন শেষে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী আফসারুল আমীন গণমাধ্যমকে একথা বলেন।

জেলা প্রশাসকরা শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার দাবি জানিয়েছেন। এ সময় আফসারুল আমীন জেলা প্রশাসকদের জানান, এ মন্ত্রণালয় প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৩) নামে রাজস্ব ও উন্নয়ন ব্যয়সহ প্রায় ৫৮ হাজার ৩৫৯ কোটি টাকার ৫ বছর মেয়াদি একটি কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় রয়েছে- দেশের শতভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালুকরণ; বিদ্যালয়ে চাহিদাভিত্তিক শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ ও জরাজীর্ণ বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ; অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত হ্রাসকরণ (১ : ৩০); স্কুল প্রাঙ্গণে ছেলেমেয়েদের খেলাধুলার জন্য বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণসহ উপকরণ সরবরাহ; প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ও যোগাযোগভিত্তিক শিক্ষার সাথে সম্পৃক্তকরণ; শিশু স্বাস্থ্য ও স্কুল ফিডিং কর্মসূচি অব্যাহত রাখা; প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান অব্যাহত রাখা; সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সুপেয় পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ; দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে শিক্ষা পরিচালনা পদ্ধতি চালুকরণ; উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা জোরদারকরণ; কর্মজীবী শিশুদের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণ; শিক্ষা ব্যবস্থাপনা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ; একীভূত শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও জোরদার ও আধুনিকীকরণ।

প্রতি বছরের মতো এবছরও শিক্ষা সপ্তাহ ও আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস অনুষ্ঠান উদযাপন করা হবে, এ লক্ষ্যে সকল জেলা প্রশাসকের সহযোগিতা চেয়ে আফসারুল আমীন বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে স্থায়ীভাবে ও ছুটিজনিত কারণে সাময়িকভাবে শূন্য হওয়া পদের বিপরীতে প্রতিটি বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত ১ জন করে শিক্ষক নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রধান শিক্ষক পদে আগামী ৩১ জুলাই লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। আইনী কাঠামোর আওতায় উপজেলা/থানা পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষক পুল গঠন করে ২০ হাজার প্যারা শিক্ষক নিয়োগের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। শিগগিরই শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। পুল গঠনসহ এ সংক্রান্ত নিয়োগ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সকল জেলা প্রশাসকের প্রয়োজনীয় তদারকি ও সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।